কলকাতায় উচ্চ আদালতে

সাংবিধানানিক রিট বিচারবাবস্থা

আপীল বিভাগ

আগেঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০২১-এর ডব্লিউ. পি. এ. ১৩১৭৯

সুস্মিতা গুইন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. ১১১২৫-এর সঙ্গে

জগন্নাথ জসাওয়ারা ও অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারীদের জন্	শ্রী সুপ্রতিম ধর
	শ্রী ধনঞ্জয় নায়েক ...আইনজীবী
কে.এম.ডি.এ এর জন্য	: শ্রী সত্যজিৎ তালুকদার
	শ্রীমতী পিউ কর্মকার ...আইনজীবী
রাজ্যের জন্য	: শ্রী টি. এম. সিদ্দিকী, এল. ডি. এ. জি. পি.
	শ্রী শুদ্ধদেব আদাক ... আইনজীবী
সংরক্ষিত	"১৪.০৭.২০২৩
রায়	**১৮.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য -</u>

১। এই রিট আবেদনকারীদের জমি অধিগ্রহণ এবং রিট আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি ম্যান্ডামাস রিট জারি করার অনুরোধ জানিয়ে দায়ের করা হয়েছে। এর জন্য একটি নির্দেশ দখলের তারিখ থেকে ক্ষতি/দখলের চার্জ প্রদান অধিগ্রহণের তারিখ পর্যন্ত এর জন্যও প্রার্থনা করা হয়েছিল।

২। যেহেতু আইন এবং তথ্যের সাধারণ প্রশ্নগুলি জড়িত, তাই রিট উভয়ই জড়িত। আবেদনগুলি অনুরূপভাবে শোনা হয়েছিল এবং এই সাধারণ আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয় ।

৩। একজন দ্বারিকা প্রসাদ জেসওয়ারা আর.এস. প্লট নং- ২৬৪২/২৮২৯ এর রেকর্ডকৃত রায়ত ছিলেন কসবা মৌজার মধ্যে প্রায় ২২ দশমিক পরিমাপ। বলেন, দ্বারিকা প্রসাদ তার জীবদ্দশায় ১২ টি কোটা স্থানান্তর করেছেন তার ২২ ডেসিমেল জমি প্লট নং. একটি নিবন্ধিত দলিল দ্বারা ২৬৪২/২৮২৯ একজন সাধন সরকারের পক্ষে ১৯৭৪ সালের দলিল নং ৯০৭। সাধন সরকারের মৃত্যুর পর উপরোক্ত প্লটে তার অংশ ২০২১ সালের ডাবলু পি এ ১৩১৭৯ -এ রিট পিটিশনকারী তার উত্তরাধিকারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। সাধন সরকারের অনুকূলে জমি হস্তান্তরের পরে, দ্বারিকা প্রসাদ আর.এস.-এ প্রায় ১.৩০ কোটা পরিমাপের বাকি জমি রেখেছিলেন দাগ নং ২৬৪২/২৮২৯। দ্বারিকা প্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর উল্লিখিত প্লটের অংশ তার উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের উপর নিয়োজিত যারা ২০১৯ সালের ডাবলু পি এ ১১১২৫-এর আবেদনকারীরা।

৪। ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১১১২৯৫ এবং ২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৩১৭৯-এ রিট আবেদনকারীদের সাধারণ অভিযোগ হল যে, যদিও উপরোক্ত প্লট নং. ২৬৪২/২৮২৯ কোনও জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তবে এটি রাসবিহারী সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারীরা এই আদালতে আবেদন করেছেন যে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ অর্থ প্রদান না করে সম্পত্তি ব্যবহার করে তাদের ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছে ক্ষতিপূরণ।

৫। রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ধর বলেন যে রিট আবেদনকারীদের পূর্বসূরীরা স্বার্থে আর. এস প্লট নং ২৬৪২/২৮২৯-এর ক্ষেত্রে নথিভুক্ত মালিক ছিলেন এবং যৌথ সমীক্ষায় জানা গেছে যে উক্ত প্লটটি সম্পূর্ণরূপে আর. বি. সংযোগকারী নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, তিনি বলেন যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি নির্দেশ হল পাস করতে হবে।

৬। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী অতিরিক্ত সরকারি উকিল জনাব টি. এম. সিদ্দিক যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্লট নং. ২৬৪২/২৮২৯ কখনও কোনও অধিগ্রহণ/অনুরোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি রাষ্ট্রপক্ষের উত্তরদাতাদের কার্যালয় থেকে।

১১ এর ২য় পৃষ্ঠায়

তিনি আরও বলেন যে উক্ত জমির ক্ষেত্রে কোনও প্রয়োজনীয় সংস্থা অধিগ্রহণ বা অধিগ্রহণের কোনও প্রস্তাব দেয়নি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্লটের দখল প্রয়োজনীয় সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়নি রাজ্য দ্বারা।

৭। কে. এম. ডি. এ-র আইনজীবী শ্রী তালুকার শ্রী ধরের যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি জোরালোভাবে যুক্তি দেন যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি ১৯৭৬-৭৭ বছরে শুরু হয়েছিল এবং পুরষ্কারটি ২১.০৮.১৯৮৯-এ ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে রিট পিটিশনগুলি কেবলমাত্র ২০১৯ এবং ২০২১ সালে বিলম্বিত পর্যায়ে দায়ের করা হয়েছে এবং তাই, এটি বিলম্ব এবং লাচের ভিত্তিতে খারিজ করা যেতে পারে। তার যুক্তির সমর্থনে যে আবিলম্বের কারণে রিট পিটিশন খারিজ হতে দায়বদ্ধ এবং তিনি মাননীয় সুপ্রিমের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন আদালত মহারাষ্ট্র বনাম দিগম্বর রাজ্যের মামলায় রিপোর্ট করেছে (১৯৯৫) ৪ এসসিসি ৬৮৩ এবং বান্দা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বান্দা বনাম মতিলাল আগরওয়াল ও অন্যান (২০১১) ৫ এসসিসি ৩৯৪ এ রিপোর্ট করা হয়েছে। একই জন্য হিমাংশু মল্লিক এবং আনআর-এর ক্ষেত্রে তিনি ২০১৮ সালের দাব্লু পি এ ৪১৬৫ -এ কো-অর্ডিনেট বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করার প্রস্তাব দিয়েছেন। বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যান ০৯.০২.২০২২ তারিখে পাস হয়েছে এবং নন্দ রায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অন্যান্য এর ক্ষেত্রে ২০১০ সালের দাব্লুপি নং ৫২৪ আদেশ ০৮.০৯.২০১৭ তারিখে পাস হয়েছে।

৮। শ্রী তালুকদার আরও বলেন যে আর. এস. প্লট নম্বর ২৮২৯-এর পরিচয় এবং মালিকানা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে এবং এটি যাচাই করা হবে আইন অনুসারে।

৯। জবাবে, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ধর দাখিল করেন যে, বিলম্ব এবং লাচেস তাৎক্ষণিক মামলার প্রকৃতির ক্ষেত্রে রিট আবেদন খারিজ করার কারণ হতে পারে না কারণ মামলার কারণ একটি চলমান মামলা। এই ধরনের দাখিলের সমর্থনে তিনি (২০২০) ২ এসসিসি ৫৬৯-এ রিপোর্ট করা **বিদ্যা দেবী বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায় এবং (২০১৩) ১ এসসিসি ৩৫৩**-এ রিপোর্ট করা **তুকারাম কানা জোশী এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং অন্যান্য** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন।

১০। পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন স্থাপন করা হয়েছে।

১১। রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, হরে কৃষ্ণ হাজারী নামে একজন সি. এস. খাতিয়ান নম্বর ৯২৪-এর অধীনে ২৬৪২ নম্বরের রেকর্ডকৃত রায়িয়াত ছিলেন, যার পরিমাপ ছিল প্রায় ১.৪ একর জমি। সংশোধনমূলক বন্দোবস্তের সময় মূল সি. এস প্লট নম্বর ২৬৪২ থেকে বেশ কয়েকটি বাটা প্লট বাঁকানো ছিল। এই ধরনের বাটা প্লটগুলির মধ্যে একটি হল আর. এস. প্লট নম্বর ২৬৪২/২৮২৯ যা এই রিট পিটিশনের বিষয়। সি. এস প্লট ২৬৪২ থেকে বেশ কয়েকটি বাটা প্লট বাঁকানো হওয়ার পরে, প্রায় ১৬ দশমিক জমি পরিমাপ করা হয়েছিল দুর্গাদেবীর নামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১২। রেকর্ড থেকে এটা স্পষ্ট যে প্লট নং. ২৬৪২/২৮২৯ প্রায় ২২ দশমিক পরিমাপের একজন দ্বারিকা প্রসাদ জেসওয়ারার নামে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের ডব্লিউপিএ ১১১২৫-এ রিট আবেদনকারী নিজেকে উক্ত দ্বারিকা প্রসাদ জেসওয়ারার উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেছেন। উক্ত দুর্গা প্রসাদ তাঁর জীবদ্দশায় প্লট নং-এ তাঁর ২২ দশমিক জমির মধ্যে কমবেশি ১২ কোটাহ বিক্রি ও হস্তান্তর করেছিলেন। ২৬৪২/২৮২৯ ১৯৭৪ সালের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ৯০৭ দ্বারা একজন সাধন সরকারের পক্ষে। ২০২১ সালের ডব্লিউপিএ ১৩১৭৯-এর রিট আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তিনি সাধন -এর অধিকার, শিরোনাম এবং সুদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন উপরোক্ত প্লট নং-এ। ২৬৪২/২৮২৯ সাধন সরকারের মৃত্যুর পর।

১৩। এটি রিট আবেদনকারীদের মামলা যে সাধন সরকারের পক্ষে স্থানান্তরের পরে, প্লট নং-এর ক্ষেত্রে দ্বারিকা প্রসাদ জেসওয়ারা মালিক/রায়ত ছিলেন। ২৬৪২/২৮২৯ পরিমাপ প্রায় ২.১৪ দশমিক ১টা ৩০ কোটার সমতুল্য।

১৪। রিট আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে, অধিগ্রহণের জন্য কোনও প্রক্রিয়া শুরু না করেই রাসবিহারী সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি নং ২৬৪২/২৮২৯ এর সাথে সম্পর্কিত আর.এস. প্লট নং ২৮২৯ ব্যবহার করা হয়েছে।

১১-এর ৪র্থ পৃষ্ঠা

১৫। ৬১৭ (১) নম্বর স্মারকলিপি দ্বারা বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক এস্টেট ইউনিট, কে. এম. ডি. এ-র যুগ্ম সচিবকে অনুরোধ করেছেন যে আর. এস প্লট নম্বর ২৮২৯ কে. এম. ডি. এ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং যদি এটি ব্যবহার করা হয়েছে তবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা প্রয়োজন।

১৬। যৌথ সচিব কে. এম. ডি. এ দ্বারা জারি করা ৪৯৫/কে. এম. ডি. এ/ই. ইউ/এল. এ. এম-৩৮৫ তারিখের আর. এস প্লট নং-এ জমির পরিমাণ। ২৬৪২/২৮২৯ যা ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত মেমো থেকে এটা স্পষ্ট যে কে. এম. ডি. এ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব তৈরি করার জন্য একটি যৌথ সমীক্ষার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে গিয়েছিল। অতএব, কে. এম. ডি. এ এই যুক্তি থেকে বিরত থাকে যে আর. এস দাগ ২৬৪২/২৮২৯ ছিল জমি অধিগ্রহণ মামলার বিষয় যা আর.বি. কানেক্টর সড়ক নির্মাণ এর জন্য শুরু করা হয়েছিল ।

১৭। পূর্বোক্ত মেমো থেকে এটা স্পষ্ট যে কে. এম. ডি. এ একটি যৌথ সমীক্ষার জন্য জমি অধিগ্রহণ বিভাগের আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করেছিল ।ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব তৈরি করা। অতএব, কেএমডিএ এই বিরোধিতা করা থেকে বিরত রয়েছে যে আরএস দাগ ২৬৪২/২৮২৯ আরবি সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের জন্য শুরু করা জমি অধিগ্রহণ মামলার বিষয়বস্তু ছিল।

১৮। দেখা যাচ্ছে যে ১৬.১১.২০১৮ তারিখে একটি যৌথ জরিপ করা হয়েছিল মৌজার মানচিত্র এবং ইসিএডি প্রকল্পের পরিকল্পনা যার উপর রাশবিহারী কেএমডিএ-র কানেক্টর রোড আঁকা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে যৌথ পরিমাপ করা হয়েছে বিভাগ, কেএমডিএ আধিকারিকদের পাশাপাশি রিট আবেদনকারীকে জানানো হয়েছে যে আরএস প্লট নং ২৮২৯ মৌজা কসবার টি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে কেএমডিএ-র রাশবিহারী সংযোগকারী সড়কের জন্য।

১৯। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আরএস দাগ নং. ২৮২৯ প্লট নং অনুরূপ. ২৬৪২/২৮২৯ এর জন্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে

১১ এর পৃষ্ঠা ৫

আর. বি. সংযোগকারী সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে। তবে, আর. এস. ডাগ নং ২৮২৯ অধিগ্রহণের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে মনে হয় উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রবর্তিত।

২০। কে. এম. ডি. এ-র পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী তালুকদার তীব্রভাবে যুক্তি দেখান যে রিট পিটিশনগুলি খারিজ হওয়ার যোগ্য বিলম্বের ভিত্তিতে।

২১। কে. এম. ডি. এ-র ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি ১৯৭৬-৭৭ বছরে শুরু হয়েছিল এবং ২১.০৮.১৯৮৯-এ রায় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং রাস্তা নির্মাণের কাজ অনেক আগে শেষ হয়েছিল। রিট পিটিশনে রয়েছে ২০১৯ এবং ২০২১ সালে, ১. অর্থাৎ, বিলম্বিত পর্যায়ে দাখিল করা হয়েছে।

২২। এই মামলায়, আবেদনকারীদের জমির দখল কোনও আইনগত অনুমোদন ছাড়াই নেওয়া হয়েছে। এই আদালতকে এখন বিবেচনা করতে হবে যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে বিলম্ব এবং অলসতা কোনও নাগরিককে ক্ষতিপূরণ দাবি করে রিট কোর্টে যেতে বাধা দিতে পারে কিনা।

২৩। তুকারাম কানা যোশীর (সুপ্রা) মামলায় কমবেশি অনুরূপ একটি বিষয় সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার জন্য পড়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে পুরো বিষয়টি যদি বিচার বিভাগীয় বিবেককে আঘাত করে, তবে আদালতকে আবেদনকারীদের পক্ষে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা উচিত যখন তৃতীয় কোনও দলীয় স্বার্থ জড়িত। সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে রায় দিয়েছে-

'' ১০. এই ক্ষেত্রে কোনও অধিগ্রহণ করা হয়নি। যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় তা হল, গণতান্ত্রিক সংস্থার রাজনীতিতে, যা মনে করা হয় আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রকে আইন মেনে না গিয়ে কোনও নাগরিককে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা। রাজ্য যদি আবেদন করত যে উক্ত জমির উপর তার অধিকার, মালিকানা এবং সুদ রয়েছে। তবে, এটি এই জমির উপর আবেদনকারীদের অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ স্বীকার করে এবং আবেদন/আপিল খারিজ করার ভিত্তি হিসাবে বিলম্ব এবং লাচের মতবাদের আবেদন করে।

১১. এমন কর্তৃপক্ষ রয়েছে যারা বলে যে বিলম্ব এবং বাধা কোনও দাবি পেশ করার অধিকারকে নির্বাপিত করে। এই কর্তৃপক্ষগুলির বেশিরভাগই পরিষেবা আইনশাস্ত্র, কয়েক দশক আগে তাদের প্রতি করা ভুলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিধিবদ্ধ বকেয়া আদায়, শিক্ষাগত সুবিধার জন্য দাবি এবং অনুরূপ মামলার অন্যান্য বিভাগ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। যদিও, এটি সত্য যে কয়েকটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে যারা এই বিলম্ব নির্ধারণ করে এবং একজন নাগরিককে প্রতিকার নেওয়া থেকে নিষিদ্ধ করে,

সংবিধানের ৩২ বা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তাঁর মৌলিক অধিকার তুলে নেওয়া হলেও প্রতিকার চাওয়া, বর্তমানে মামলাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে। রাজ্যের আধিকারিকরা কোনও আইনের অনুমোদন ছাড়াই আপিলকারীদের মালিকানাধীন জমি দখল করে নেন। আপিলকারীরা ক্ষতিপূরণের সুবিধা দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন। রাজ্যকে অবশ্যই অধিগ্রহণ, বা দাবি, বা অন্য কোনও অনুমোদিত বিধিবদ্ধ পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। রাজ্যের "বিশিষ্ট ক্ষেত্র" এবং "পুলিশ ক্ষমতা" নীতির মধ্যে একটি পার্থক্য, একটি সত্য এবং দৃঢ় পার্থক্য রয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, সম্পত্তির দখল নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের পুলিশ ক্ষমতা সাময়িকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান মামলাটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে উল্লিখিত ক্ষমতার কোনওটিই প্রয়োগ করা হয়নি। তারপর যে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অধীনে রাষ্ট্রটি জমির উপর প্রবেশ করেছিল সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্রের আইনটি "পরম ক্ষমতা" প্রয়োগের ক্ষেত্রে দখলদারিত্বের সমান, যাকে সাধারণ ভাষায় ক্ষমতার অপব্যবহার বা পেশী শক্তির ব্যবহারও বলা হয়। এই অবস্থানটি আরও স্পষ্ট করার জন্য, এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে কর্তৃপক্ষগুলি জমির মালিককে মধ্যযুগীয় ভারতের "বিষয়" হিসাবে বিবেচনা করেছে, তবে আমাদের সংবিধানের অধীনে "নাগরিক" হিসাবে নয়।

১২. রাষ্ট্র, বিশেষত একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র যা আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত হয়, সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত মর্যাদার বাইরে কোনও মর্যাদার জন্য নিজেকে অহঙ্কারী করতে পারে না। আমাদের সংবিধান একটি জৈবিক এবং নমনীয়। ত্রাণ প্রদানের জন্য এখতিয়ারের প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিলম্ব এবং বাধা বিচক্ষণতার একটি পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়। আরও একটি দিক রয়েছে। আদালতকে বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে। উক্ত বিচক্ষণতা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। বিলম্ব এবং বাধা বিচক্ষণতার অনুশীলন অস্বীকার করার অন্যতম দিক। এটি একটি সম্পূর্ণ বাধা নয়। প্রশমিত কারণ, কারণ পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি হতে পারে। যদি পুরো বিষয়টি বিচার বিভাগীয় বিবেককে হতবাক করে দেয়, তাহলে আদালতকে আরও বেশি বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে, যখন কোনও তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে না। এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, আবেদনটি বিলম্বের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং এটি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা নয়, পদক্ষেপের কারণ অবিচ্ছিন্ন এবং পরিস্থিতি অবশ্যই বিচার বিভাগীয় বিবেককে হতবাক করে।''

২৪। বিদ্যা দেবী (উপরোক্ত) মামলায়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তুকারাম কানা যোশী সহ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেছে যে মামলায় বিলম্ব এবং বাধা উত্থাপিত করা যাবে না। পদক্ষেপের অব্যাহত কারণ অথবা যদি পরিস্থিতি বিচার বিভাগকে হতবাক করে দেয় আদালতের বিবেক। সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে রায় দিয়েছে-

> *১২. ৩ আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে জোরপূর্বক কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বেদখল করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন হবে, পাশাপাশি সংবিধানের ৩০০-ক অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক অধিকারেরও লঙ্ঘন হবে। হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম দারিয়াস শাপুর চেনাই মামলার রায়ের উপর নির্ভর করা হয়, যেখানে এই আদালত বলেছিল যে:*

"৬... সংবিধানের ৩০০-এ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি বিবেচনা করে, রাষ্ট্র তার" বিশিষ্ট ক্ষেত্র "-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোনও ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে তবে এটি অবশ্যই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং এর জন্য অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১২.৬. জিলুভাত নানভাত খাচার বনাম গুজরাট রাজ্য মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৪৮... অন্য কথায়, অনুচ্ছেদ এস. ও. ও-এ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে যে আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না। আইনের কোনও অনুমোদন ব্যতীত কোনও বঞ্চনা হতে হবে না। অন্য কোনও পদ্ধতিতে বঞ্চিত হওয়া মানে ৩০০-এ অনুচ্ছেদের অধীনে অধিগ্রহণ বা দখল নেওয়া নয়। অন্য কথায়, যদি কোনও আইন না থাকে তবে কোনও বঞ্চনা নেই।

১২.১২. আদালতে আবেদনকারীর বিলম্ব এবং লাঠির রাষ্ট্রের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিও প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। বিলম্ব এবং লাঠির বিষয়টি কোনও অব্যাহত কারণের ক্ষেত্রে উত্থাপিত হতে পারে না, বা যদি পরিস্থিতি আদালতের বিচারিক বিবেককে হতবাক করে দেয়। বিলম্বের নিন্দা বিচারিক বিবেচনার বিষয়, যা অবশ্যই কোনও মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার সাথে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের উপর নির্ভর করবে, এবং প্রতিকার দাবি করা হয়েছে, এবং কখন এবং কীভাবে বিলম্ব হয়েছিল। যথেষ্ট ন্যায়বিচার করার জন্য আদালতগুলির জন্য তাদের সাংবিধানিক এখতিয়ার প্রয়োগ করার জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারিত নেই।

১২.১৩. এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে ন্যায়বিচারের দাবি এতটাই জোরালো, একটি সাংবিধানিক আদালত ন্যায়বিচার প্রচারের লক্ষ্যে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে, এবং এটিকে পরাজিত করবে না।

২৫। ২০১৫ সালের এফ. এম. এ ২৬৪৩-এ মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ২৩.০৬.২০১৬ তারিখের একটি আদেশ থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, কে. এম. ডি. এ সন্তোষ কর্মকার নামে একজনকে ৪,১৭,৩৩,৯১৬/- টাকা প্রদান করেছে, যা ক্ষতিপূরণের পরিমাণের জন্য জমির মূল্য হিসাবে গণনা করা হয়েছিল। উক্ত আদেশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, রাজ্য এবং কে. এম. ডি. এ এই ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরে সংশ্লিষ্ট জমির ক্ষেত্রে তাদের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে। রেকর্ড থেকে মনে হয় যে সন্তোষ কর্মকার পার্শ্ববর্তী প্লট হচ্ছে টাকা. ২৬৪২/২৮২৮ -এর ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রায়ত ছিলেন।

২৬। এই ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের একটি উপকরণ আইন অনুসারে কোনও কার্যক্রম শুরু না করেই সংশ্লিষ্ট জমির দখল নিয়ে নেয়। প্রত্যর্থী কর্তৃপক্ষের এই ধরনের পদক্ষেপ ক্ষমতার চরম অপব্যবহারের সমান। যেহেতু আবেদনকারীরা তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাই তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অতএব, এই আদালত বিবেচনা করে যে, আর. এস. অধিগ্রহণের জন্য প্রাসঙ্গিক সংবিধির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলার জন্য উত্তরদাতাদের উপর একটি নির্দেশনা জারি করা উচিত দাগ নং ২৮২৯ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে।

২৭। সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি প্লট ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এছাড়াও এই ধরনের কিছু প্লট অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি। এই আদালতের একটি আদেশ অনুসারে পার্শ্ববর্তী মালিককেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। এটি ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি উপকরণ যেভাবে কোনও আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই আবেদনকারীদের তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে তা এই আদালতের বিচার বিভাগীয় বিবেককে হতবাক করেছে। এটি কোনও তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে বলে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেও নয়। উপরোক্ত সমস্ত কারণে, এই আদালত রিট আবেদনকারীদের পক্ষে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করুন।

২৮। যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার পর, যেখানে বলা হয়েছে যে আর.বি. সংযোগকারী এবং অন্যান্য নথি নির্মাণের উদ্দেশ্যে আর.এস. ২৮২৯ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, এই আদালত শ্রী তালুকদারের এই বক্তব্য গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় যে আর.এস. প্লট নং ২৬৪২/২৮২৯ এর সাথে সম্পর্কিত আর.এস. প্লট নং ২৮২৯ এর কোনও অস্তিত্ব নেই। তা ছাড়া, ২০০৫ সালের তথ্য অধিকার আইনের অধীনে করা একটি প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব কর্মকর্তা বলেছেন যে কসবার মৌজার আর.এস. প্লট ২৬৪২ এবং আর.এস. প্লট ২৬৪২/২৮২৯ দুটি ভিন্ন জমি যার ক্ষেত্রফল যথাক্রমে ২৬ দশমিক এবং ২২ দশমিক। যদি একটি জমি উপবিভক্ত করা হয়, তাহলে মূল জমিটি যেখান থেকে বাটা জমি তৈরি করা হয়েছে তা লব হিসাবে নির্দেশিত হয় এবং এইভাবে তৈরি বাটা জমিটি হর হিসাবে দেখানো হয়।

শ্রী তালুকদার যুক্তি দেখাবেন যে সাধন সরকারের নাম পুরস্কারে স্থান পেয়েছে কিন্তু তিনি আদালতকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে R.S.দাগ নং 2829 এর ক্ষেত্রে কীভাবে তার নামে একটি ক্ষতিপুরন ঘোষণা করা যেতে পারে, যখন KMDA কর্তৃক উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য কোনও প্রস্তাব পাঠানো হয়নি এবং রাজ্যের নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল যে উক্ত জমির দখল রাজ্য কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

২৯। অতএব, এই আদালত বলে যে কে. এম. ডি. এ-র কর্তৃপক্ষ ২৮২৯ নম্বরটি ব্যবহার করেছে যা কোনও জমি অধিগ্রহণের কার্যধারার সাপেক্ষে ছিল না। আবেদনকারীরা এইভাবে আইনের কোনও অনুমোদন ছাড়াই তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ উত্তরদাতারা উক্ত জমির মালিকদের একই ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ-এর জন্য দায়বদ্ধ।

৩০। দিগম্বর (সুপ্রা)-এ ত্রাণ কাজের দায়িত্বে থাকা কালেক্টরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন বেসরকারি ও সমাজকর্মীদের উপর চাপ প্রয়োগ করে যাতে তাঁরা অভাবজনিত প্রতিকার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্ষতিপূরণের কোনও দাবি ছাড়াই সরকারকে দান করতে পারেন। এই ধরনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল যে, রিট আবেদনকারী বিলম্বের সঠিক ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেননি। তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক বলে বিবেচিত এই সিদ্ধান্তের কোনও অর্থ নেই হাতের মামলার যে কোনও পদ্ধতিতে আবেদন।

৩১। বান্দা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (উপরে)-তে, রিট পিটিশনটি পুরষ্কার ঘোষণার ছয় বছর পরে একটি নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুরোধ করে দায়ের করা হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্তটি পার্থক্যযোগ্য তথ্যের ক্ষেত্রে হাতে থাকা মামলার কোনও প্রয়োগ নেই।

৩২। নন্দ রায়ের (সুপ্রা) একটি সমন্বিত বেঞ্চ উল্লেখ করে যে সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট তৃতীয় পক্ষের অধিকার তৈরি করা হয়েছে, রিট পিটিশনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তটি হল তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা কে. এম. ডি. এ-কে কোনও সাহায্য করে না।

৩৩। হিমাংশু মল্লিক (উপরে), ০৯.০১.১৯৭৯ তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং একটি রেফারেন্স আবেদনের ভিত্তিতে ০৩.০১.১৯৯৫ তারিখে উক্ত রায় সংশোধন করা হয়। ২৩ বছর পর পরিবর্তিত রায়কে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয়।

এই ধরনের বাস্তব অবস্থানের প্রেক্ষাপটে, সমন্বয়কারী বেঞ্চ জানতে পেরেছিল যে আদালতে যেতে এই ধরনের বিলম্বের জন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তথ্যের ভিত্তিতে পার্থক্যযোগ্য হওয়ার কারণে উক্ত সিদ্ধান্তের -এর কাছে আবেদন করার কোনও পদ্ধতি নেই হাতে কেস।

৩৪। উপরে উল্লিখিত সকল কারণে, নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের মাধ্যমে রিট আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

(ক) কে. এম. ডি. এ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই সার্ভার কপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে এবং ইতিবাচকভাবে আর. এস দাগ নং ২৮২৯ অধিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠাতে হবে অর্ডার।

(খ) এই ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই, রাজ্যের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে উক্ত জমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং রিট আবেদনকারী এবং/অথবা আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ কার্যধারা শেষ করবে, যিনি যত দ্রুত সম্ভব এই ধরনের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন, তবে ইতিবাচকভাবে, এই প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে কে. এম. ডি. এ থেকে প্রস্তাব।

৩৫। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৩৬। জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে -এ সরবরাহ করা হবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলি।

(বিচারপতি, হিরণ্ময় ভট্টাচার্য)

(পি.এ.-সঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly